ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 081 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৮১ ● কলকাতা ● ১০ চৈত্র, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২৫ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

# রাতের অন্ধকারে সশস্ত্র তাণ্ডব, প্রাণনাশের আশঙ্কায় সম্পাদক—নিরাপত্তাহীনতায় তীব্র ক্ষোভ, কমিশনের দ্বারস্থ পরিবার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা:**

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জিবনতলা থানার অন্তর্গত হেদিয়া গ্রামে ভোটের প্রাক্কালে ফের আতঙ্কের ছায়া। অভিযোগ, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার মূল্য চুকাতে হচ্ছে এক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে। গত ২০ মার্চ গভীর রাতে তাঁকে খুনের উদ্দেশ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চলে তাঁর বাড়িতে। পরিবারের সদস্যরা প্রাণভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অভিযোগ করা সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনায় কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে দাবি পরিবারের।

পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয় ঘটনার তিন দিনের মাথায়। রাতের অন্ধকারেই একই কায়দায় হামলা চালানো হয় সম্পাদকের বৃদ্ধ বাবা-মায়ের বাড়িতে। অভিযোগ, এটি শুধুমাত্র ভয় দেখানো নয়, বরং একপ্রকার স্পষ্ট হুঁশিয়ারি—প্রয়োজনে পরিবারকে খুন করতেও পিছপা হবে না দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এর পিছনে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের মদত রয়েছে এবং সমাজবিরোধীরা মাঠে নেমে কাজ করছে।

পরিবারের অভিযোগ, বারবার থানায় জানানো সত্ত্বেও জিবনতলা থানার পুলিশ নিষ্ক্রিয়। এমনকি হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি। এতে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। কেন একজন সাধারণ নাগরিক, যিনি নিরপেক্ষভাবে কাজ করার চেষ্টা করছেন, তাঁর মৌলিক নিরাপত্তার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবেন?

অভিযোগ উঠছে, ভোটের আগে নিরপেক্ষ কণ্ঠ রোধ করতেই এই সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এলাকায় কানাঘুষা, দুষ্কৃতীদের মদতে মোটা টাকার লেনদেনও হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা প্রশাসনিকভাবে এখনও প্রমাণিত নয়, তবুও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে সংশ্লিষ্ট পরিবার।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যদি ভবিষ্যতে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে, তবে তার সম্পূর্ণ দায়ভার বর্তাবে পুলিশ প্রশাসন ও সমাজবিরোধীদের একাংশের উপর। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের নজরে বিষয়টি আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ভোটের মুখে এই ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে কতটা অশনিসংকেত—তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সর্বত্র। একদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি উঠছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের ভূমিকাও কঠোরভাবে খতিয়ে দেখার দাবি জোরালো হচ্ছে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ক্রমশ সরব হচ্ছে স্থানীয় মহল।

**পর্ব 240**

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কিন্তু যখন আত্মিক স্তরের কথা বলা হচ্ছে তখন শিক্ষক নয়, গুরু হয়। শরীরের শিক্ষক হয়, আত্মার গুরু হয়। আত্মার জ্ঞান শেখানো যায় না, শেখা যায় না, এটা কেবল এক আত্মা থেকে অন্য আত্মা আত্মস্থ করে।

**ক্রমশঃ**

# ভোটের আগে অস্ত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক, কড়া নির্দেশিকা জারি করল কমিশন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে নির্দেশ জারি করা হয়েছে, আগামী ২৭ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিকটবর্তী থানায় জমা দিতে হবে। এই নির্দেশ ইতিমধ্যেই জেলার জেলাশাসক (ডিএম), পুলিশ সুপার (এসপি) এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার (সিপি)-এর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং, নোটিস পাঠানো এবং সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে অস্ত্রধারীদের সতর্ক করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্ত্র জমা না দিলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের মতে, এই পদক্ষেপ ভোটের আগে সম্ভাব্য অশান্তি রুখতে বিশেষ সহায়ক হবে। অতীতে যেসব এলাকায় ভোটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বা হিংসার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে এই কড়াকড়ি আরও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সব দিক বিবেচনায় নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগ একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে-আসন্ন নির্বাচন হবে শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ এবং নিরাপদ পরিবেশে।নির্বাচনের আগে এই ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নতুন নয়। প্রতিবার ভোটের আগে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে এই নিয়ম কার্যকর করা হয়। এর লক্ষ্য একটাই, ভোট চলাকালীন কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাতে অস্ত্রের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন বা অনিয়ম করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।

কমিশনের নির্দেশ জারির পরই তৎপর হয়েছে রাজ্য প্রশাসন। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের আগেই, অর্থাৎ ২৬ মার্চের মধ্যে শহরের সব লাইসেন্সধারীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র জমা নেওয়ার কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে। এ জন্য প্রতিটি থানাকে বিশেষভাবে সক্রিয় থাকতে বলা হয়েছে।

# সাধারণ নির্বাচন এবং উপ নির্বাচন ২০২৬: আন্তঃরাজ্য সীমান্ত নিয়ে বৈঠকে বসল নির্বাচন কমিশন

**নতুন দিল্লি ২৪ মার্চ ২০২৬**

নির্বাচনমুখী ৫টি রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ওই রাজ্যগুলির সীমান্তবর্তী ১২টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য সচিব, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক, পুলিশের মহা নির্দেশক সহ শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করল নির্বাচন কমিশন। হিংসামুক্ত অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যেই এই বৈঠক।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার ডঃ এস এস সান্ধু এবং ডঃ বিবেক যোশী সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত দিকগুলি খতিয়ে দেখেন। বে-আইনি নগদ টাকার লেনদেন, মাদক ও অস্ত্রপাচার রুখতে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত চৌকিগুলিকে আরও সক্রিয় করে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয় বৈঠকে। খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কেরালা, পুডুচেরি ও তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচনে এবং ৬টি রাজ্যের কিছু কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনে ভোট নেওয়া হবে। ভোটপর্ব সুষ্ঠু রাখতে এই রাজ্যগুলির প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকেও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছে কমিশন। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলা ও

এরপর ৩ পাতায়

# মৎস্যজীবীদের অবৈধ প্রবেশ

**নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ, ২০২৬**

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি তাদের উপকূলীয় এলাকায় ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মৎস্য শিকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ১২ নটিক্যাল মাইলের বেশি অংশে ভারতের বিশেষ আর্থিক অঞ্চলে মৎস্য শিকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরীর বিরুদ্ধে জলসীমা লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে মাছ ধরার অভিযোগ করেছে। তামিলনাড়ু সরকার জানিয়েছে, এই ধরনের ঘটনা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় প্রতিবেশী রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে সুসমন্বিত প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটাতে দুই রাজ্যের সংশ্লিষ্ট জেলা কালেক্টর এবং অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার পুদুচেরীর বিরুদ্ধেও একই ধরনের মৎস্য শিকারের অভিযোগ এনেছে। এই পরিস্থিতিতে অন্ধ্রপ্রদেশ মেরিন ফিশিং রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৯৪'কে সংশোধন করে আরও কঠোর আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের উত্তরে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন এবং দুগ্ধ মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং।

(২ পাতার পর)

# সাধারণ নির্বাচন এবং উপ নির্বাচন ২০২৬: আন্তঃরাজ্য সীমান্ত নিয়ে বৈঠকে বসল নির্বাচন কমিশন

আন্তঃরাজ্য সীমান্তে সুস্থিতি বজায় রাখার দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ, কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর পর্ষদ, ইডি, ডিআরআই, এনসিবি সহ বিভিন্ন আইন বলবৎকারী সংস্থার প্রধানদের এবিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে বলেছে নির্বাচন কমিশন।

# পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষ নিয়ে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ

**নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ, ২০২৬**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাজ্যসভায় ভাষণ দেন এবং পশ্চিম এশিয়ায় বর্তমান সংঘাতের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী বলেন, তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধ গোটা বিশ্বে এক তীব্র জ্বালানি সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে, যার প্রভাব ভারতেও পড়েছে এবং উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, এই সংঘাত ভারতের বাণিজ্যিক পথগুলি বিঘ্নিত হওয়ায় পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস ও সারের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের নিয়মিত সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উপসাগরীয় দেশগুলিতে প্রায় এক কোটি ভারতীয়ের বসবাস। এই অবস্থায় তাঁদের নিরাপত্তা ও জীবন-জীবিকা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একইসঙ্গে, তিনি হরমুজ প্রণালীতে জাহাজে আটকে থাকা বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নাবিকের অবস্থার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রী মোদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "এমন এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে, ভারতের সংসদের এই মর্যাদাপূর্ণ উচ্চকক্ষ থেকে সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশে শান্তি ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।"

সংঘাত শুরুর পর থেকে ভারতের জোরদার কূটনৈতিক তৎপরতার বিস্তারিত তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী সভাকক্ষে জানান যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দুই দফায় টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং ভারত উপসাগরীয় অঞ্চলের সব দেশের পাশাপাশি ইরান, ইজরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখে চলেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এর মূল লক্ষ্য হ'ল, পারস্পরিক আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে এই অঞ্চলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; আর এই লক্ষ্যে সংঘাত প্রশমন এবং 'হরমুজ প্রণালী' পুনরায় খুলে দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। ভারতের দৃঢ় অবস্থানের উপর জোর দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা এবং হরমুজ প্রণালীর মতো আন্তর্জাতিক জলপথগুলিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়; পাশাপাশি অসামরিক এলাকা, অসামরিক পরিকাঠামো এবং জ্বালানি ও পরিবহন-সংক্রান্ত পরিকাঠামোর উপর চালানো সব ধরনের হামলারও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিরোধিতা করেছে ভারত। শ্রী মোদীর মতে, "এই যুদ্ধে যে কোনো হুমকিই মানবতার স্বার্থের পরিপন্থী; আর তাই ভারতের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হ'ল - সব পক্ষকে যত দ্রুত সম্ভব একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করা।"

সঙ্কটকালীন সময়ে দেশে-বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয়দের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের অবিচল অগ্রাধিকারের বিষয়টি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩,৭৫,০০০-এরও বেশি ভারতীয়কে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে; এর মধ্যে শুধু ইরান থেকেই ফিরে এসেছেন ১,০০০-এরও বেশি ভারতীয়, যাঁদের মধ্যে ৭০০-এরও বেশি তরুণ মেডিক্যাল শিক্ষার্থীও রয়েছেন। একইসঙ্গে, তিনি এই আশ্বাসও দেন যে, সঙ্কটের এই সময়ে সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক পথ, বিশেষ করে অপরিশোধিত তেল, গ্যাস এবং সারের পরিবহনের ক্ষেত্র হিসেবে হরমুজ প্রণালীর কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই প্রণালীর মধ্য দিয়ে জাহাজ চলাচল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে। তবে, প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও সরকার আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে বিকল্প পথ তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; এর একমাত্র লক্ষ্য হ'ল, যেখান থেকেই সম্ভব, ভারতে তেল ও গ্যাসের সরবরাহ সুনিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশ বর্তমানে এই প্রতিটি প্রচেষ্টার সুফল দেখতে পাচ্ছে; গত কয়েক দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে

এরপর ৫ পাতায়

# প্রধানমন্ত্রী নৌদিবসে ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

**নতুন দিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫**

বাংলার নির্বাচনী লড়াইয়ে এবার প্রবেশ করল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (AI) গোলকধাঁধা। আসন্ন নির্বাচনের আগে ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) বিরুদ্ধে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে 'ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর' প্রচার চালানোর অভিযোগে সরব হল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)। এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে চার পাতার একটি বিস্তারিত নালিশি চিঠি পাঠিয়েছে জোড়ফুল শিবির। তৃণমূলের দাবি, আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার করে ভোটারদের মন ঘোরানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।

তৃণমূলের পাঠানো ওই চিঠিতে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে জানানো হয়েছে যে, বিজেপি বর্তমানে এমন কিছু রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন ও 'সিন্থেটিক মিডিয়া' ব্যবহার করছে যা সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। অভিযোগ করা হয়েছে, এআই-এর মাধ্যমে তৈরি করা ভিডিও বা অডিওগুলো আদতে সত্য নয়, কিন্তু প্রযুক্তির কারসাজিতে সেগুলো এতটাই নিখুঁত যে সাধারণ ভোটাররা সেগুলোকে সত্যি বলে ভুল করছেন। তৃণমূলের মতে, এই পদক্ষেপ সরাসরি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট (MCC) এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনের (IT Act) পরিপন্থী।

চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ধরনের এআই-চালিত প্রচার কেবল অনৈতিক নয়, বরং তা গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কালিমালিপ্ত করতে এবং জনমানসে ভুল ধারণা তৈরি

এরপর ৬ পাতায়

# সম্পাদকীয়

## তদন্তে হস্তক্ষেপ করলে ইডি কোথায় যাবে?
## - তীব্র বাকবিতণ্ডায় উত্তাল সুপ্রিম কোর্ট

আই-প্যাক অফিসে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট -এর তল্লাশিকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিস ও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টে টানটান শুনানি। বিচারপতি পি কে মিশ্র এবং বিচারপতি এন ভি অঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে চলা এই শুনানিতে একদিকে যেমন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকদের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন উঠেছে, অন্যদিকে রাজ্যের পক্ষ থেকে বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল কেন্দ্রের এক্তিয়ার এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এর অপব্যবহার নিয়ে জোরালো সওয়াল করেছেন।শুনানির শেষে এটি স্পষ্ট যে, আই-প্যাক মামলাটি কেবল একটি তল্লাশি বা বাধার ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন বৃহত্তর সাংবিধানিক লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক প্রধানের এক্তিয়ারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই এখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান চ্যালেঞ্জ। পরবর্তী শুনানিতে ইডির আইনজীবী এস ভি রাজু ঘটনার দিনের বিস্তারিত তথ্য পেশ করবেন বলে জানা গেছে, যা এই মামলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।শুনানির শুরুতেই বিচারপতি পি কে মিশ্র ইডির আধিকারিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও অধিকারের বিষয়টি সামনে আনেন। রাজ্যের পক্ষ থেকে যখন বারবার বলা হচ্ছিল যে ইডি একটি সরকারি সংস্থা এবং সংস্থার কোনও মৌলিক অধিকার থাকে না, তখন বিচারপতি পালটা প্রশ্ন করেন- যারা তদন্ত করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন বা আক্রান্ত হয়েছেন, সেই আধিকারিকদের কি কোনও মৌলিক অধিকার নেই?

বিচারপতি মিশ্র স্পষ্টভাবে বলেন, 'আপনারা শুধু ইডি নিয়ে কথা বলছেন, কিন্তু সেই আধিকারিকদের কথা ভুলে যাচ্ছেন যারা এই ঘটনায় মামলার আবেদন করেছেন। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কি প্রতিকার চাইতে পারেন না?' আদালতের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজের অধিকার বনাম আধিকারিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষাকে সমান্তরালভাবে বিচার করছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে কপিল সিব্বল বলেন যে, কোনও সরকারি কর্মচারী যদি দায়িত্ব পালনে বাধার সম্মুখীন হন, তবে তার প্রতিকার ফৌজদারি আইনেই রয়েছে। এর জন্য সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ (মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার) অনুযায়ী রিট পিটিশন দায়ের করা যায় না। সিব্বলের মতে, 'তদন্ত করার কোনও মৌলিক অধিকার নেই। এটি একটি বিধিবদ্ধ অধিকার মাত্র। একে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে তা এক বিপজ্জনক নজির তৈরি করবে বা 'প্যান্ডোরার বাক্স' খুলে দেবে।'

সিব্বল আরও দাবি করেন যে, ইডি আসলে কেন্দ্রীয় রাজস্ব দফতরের অধীনে থাকা একটি ডিরেক্টরেট মাত্র। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি অনুচ্ছেদ ৩২-এর অধীনে মামলা করতে পারে না (তাদের অনুচ্ছেদ ১৩১-এর অধীনে আসতে হয়), তাই ইচ্ছাকৃতভাবে ইডি-কে সামনে রেখে এই মামলা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বনাম কেন্দ্রীয় সংস্থা

শুনানির অন্যতম বিতর্কিত অংশ ছিল ইডির তদন্তে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের অভিযোগ। বিচারপতি মিশ্র প্রশ্ন তোলেন, "যদি কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ইডির তদন্তে বাধা দেন বা হস্তক্ষেপ করেন, তবে ইডি কোথায় যাবে? তারা কি সেই সরকারের কাছেই প্রতিকার চাইবে যার প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং?

এর জবাবে সিব্বল অত্যন্ত কড়া ভাষায় আদালতকে প্রশ্ন করেন, 'আদালত কি এখনই ধরে নিচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী অপরাধী?' বিচারপতি মিশ্র দ্রুত স্পষ্ট করেন যে, আদালত কিছুই ধরে নিচ্ছে না, কিন্তু ইডি যে তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগ এনেছে, তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যই তদন্ত প্রয়োজন। ইডি এই কারণেই নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছে।

# সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষোলো পর্ব)

সেই কারনে সারা সুন্দরবনের রক্ষয়িত্রী দেবী বনের মা বনবিবি। সুন্দরবনের মানুষ বিশ্বাস করেন, তিনি কখনও বাঘের আবার কখনও মুরগির রূপ ধারণ করেন। বাঘ ও বিভিন্ন অপদেবতার উপরে কর্তৃত্ব করেন বনবিবি। তিনি সুন্দরবনের বাউয়ালি (কাঠুরে) আর মৌলে (মধু সংগ্রহকারী), শিউলি (খেজুর রস সংগ্রহকারী) ও মৎস্যজীবীদের রক্ষাকত্রী। হিন্দুই হোক বা মুসলমান, সুন্দরবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেদের সুরক্ষার দায়িত্ব তুলে দেন বনবিবির হাতে। সুন্দরবনের বাঘের হাত থেকে

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

# ২০২৭-এর জনগণনার কাজে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা

**নতুন দিল্লি, ২৪ মার্চ, ২০২৬**

২০২৭-এ জনগণনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হবে। গণনাকারীরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে গণনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন। এই প্রথম একটি ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। জনগণনার প্রথম পর্বের প্রশ্নগুলির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্ব শুরুর আগে এসংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। প্রথম পর্বে আবাসন, বাড়ির মধ্যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। দ্বিতীয় পর্বে, জনবিন্যাস, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, শিক্ষা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

১৯৪৮ সালের জনগণনা সংক্রান্ত আইন এবং ১৯৯০ সালে জনগণনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং এসংক্রান্ত বিভিন্ন সংশোধন অনুসারে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। জনগণনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের তথ্য সুরক্ষিত থাকবে। শুধুমাত্র সার্বিক তথ্যই প্রশাসনিক স্তরে প্রকাশিত হবে।

জনগণনার কাজ যাতে নির্বিঘ্নে করা যায় তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিত্যানন্দ রাই।

# বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

এছাড়া বলির রং লাল। জন্ম ও মৃত্যুর রং লাল।

প্রসঙ্গত লাল সিঁদুরচর্চিত মূর্তি পাওয়া গেছে নওশারো, বালোচিস্তান থেকে।

"আধুনিক কালে যে-রকম প্রতিমার গায়ে সিঁদুর মাখাবার প্রথা আছে হরপ্পা-

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

# পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষ নিয়ে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ

অপরিশোধিত তেল ও এলপিজি বোঝাই জাহাজ ভারতে এসে পৌঁছেছে এবং আগামী দিনগুলিতেও এই লক্ষ্যে আমাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।"

ভারতের এক দশকের কৌশলগত প্রস্তুতির বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, প্রতিটি সঙ্কটই একটি দেশের দৃঢ় সংকল্প এবং তার প্রচেষ্টার পরীক্ষা নেয়; আর গত এগারো বছর ধরে এমন সব ধারাবাহিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে দেশ এই ধরনের চ্যালেঞ্জগুলির সফল মোকাবিলা করতে পারে। অপরিশোধিত তেল, এলএনজি এবং এলপিজি আমদানি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তিনি সংসদে জানান, আগে যেখানে ২৭টি দেশ থেকে এগুলি আমদানি করা হ'ত, এখন ৪১টি দেশ থেকে এইসব জ্বালানি আমদানি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই সঙ্কটের সময়ে ভারত অপরিশোধিত তেলের মজুত গড়ে তোলার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তেল কোম্পানিগুলিও পর্যাপ্ত পরিমাণে পেট্রোল ও ডিজেল মজুত রেখেছে। গত এগারো বছরে ৫৩ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি 'কৌশলগত পেট্রোলিয়াম মজুত' (Strategic Petroleum Reserves) রাখা হয়েছে এবং বর্তমানে ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার কাজ চলছে। এর পাশাপাশি, ভারতের তেল পরিশোধন ক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "আমি এই সংসদ এবং দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ভারতের কাছে অপরিশোধিত তেল মজুতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার সুদৃঢ় বন্দোবস্ত রয়েছে।"

কোনও একটি নির্দিষ্ট জ্বালানি উৎসের ওপর অত্যধিক নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে সরকারের কৌশল বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, অভ্যন্তরীণ গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে এলপিজি-র পাশাপাশি 'পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস' (পিএনজি)-এর ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গত এক দশকে পিএনজি সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সাম্প্রতিক দিনগুলিতে এই প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হয়েছে।

ভারতের আত্মনির্ভরশীলতার স্বপ্নকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, গত বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরতা কমানো। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ভারতের ৯০ শতাংশেরও বেশি তেল বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়। এমন এক পরিস্থিতি যে কোনও আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সময় দেশের ঝুঁকি ও সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকার 'মেড-ইন-ইন্ডিয়া' বা ভারতে তৈরি জাহাজ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রায় ৭০,০০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চালু করেছে; পাশাপাশি জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙা শিল্প এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজও দ্রুতগতিতে চলছে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে এখন অনেক বেশি শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে তোলা হয়েছে; বর্তমানে দেশের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্রই দেশেই উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, জীবনদায়ী ওষুধের জন্য একটি দেশীয় 'এপিআই' পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং 'রেয়ার আর্থ মিনারেলস' বা বিরল খনিজ আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানোর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অধিকতর আত্মনির্ভরশীলতাই হ'ল, এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ এবং এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।"

বর্তমান সংকটের অর্থনৈতিক প্রভাব মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, এই সংঘাত বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অর্থনীতির ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে এবং পশ্চিম এশিয়ায় সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লাগবে। তিনি বলেন, ভারতের ওপর এই সঙ্কটের বিরূপ প্রভাব যতটা সম্ভব কম রাখার নিরন্তর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে দেশের শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপর সরকারের নজরদারি একটি মজবুত রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী যে, এই সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা বর্তমান পরিস্থিতিকে আরও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হব।"

কৃষি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, আসন্ন মরশুমে কৃষকরা যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার পান, তা সুনিশ্চিত করতে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সবরকম প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। শ্রী মোদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "আমি আবারও দেশের কৃষকদের আশ্বস্ত করতে চাই, যে কোনও চ্যালেঞ্জের সমাধান খুঁজে পেতে সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে এবং এটি আমাদের অবিচল অঙ্গীকার যে, কোনও সঙ্কটের বোঝা যেন তাঁদের উপর না পড়ে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আগামী দিন দেশবাসীর কাছে একটি বড় পরীক্ষা আসতে চলেছে এবং এই পরীক্ষায় সফল হতে রাজ্যগুলির সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি রাজ্য সরকারগুলির কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, 'পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা'-র সুফলগুলি যেন যথাসময়ে সুবিধাপ্রাপকদের কাছে পৌঁছানোর বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়; কারণ সঙ্কটের সময় দরিদ্র মানুষ, শ্রমিক এবং পরিযায়ী শ্রমিকরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হন। পরিযায়ী শ্রমিকদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং রাজ্য সরকারগুলির পক্ষ থেকে বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সঙ্কটের এই সময়ে কালোবাজারি ও মজুতদাররা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে; তাই যেখানেই এ ধরনের অভিযোগ উঠবে, সেখানেই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ সুনিশ্চিত করা প্রতিটি রাজ্যেরই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত এবং আমি সকল রাজ্য সরকারের প্রতি বিনীত আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন এটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।" সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারগুলির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সঙ্কটের তীব্রতা বা মাত্রা নির্বিশেষে ভারতের শক্তিশালী অগ্রগতির ধারা যেন অব্যাহত থাকে এবং প্রতিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সংস্কার যেন দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়। কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ের 'টিম ইন্ডিয়া' র কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও নমুনা পরীক্ষা, টিকাকরণ এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, ঠিক সেই একইভাবে এখন দেশকে পথ দেখাতে হবে। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "সমস্ত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দেশ এই গুরুতর আন্তর্জাতিক সঙ্কটকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে; আমাদের সেই একই 'টিম ইন্ডিয়া'র চেতনাকে সঙ্গী করে এগিয়ে যেতে হবে।"

এই চ্যালেঞ্জের অনন্য প্রকৃতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বর্তমানের এই সঙ্কট এক ভিন্ন ধরনের সঙ্কট এবং এর সমাধানের জন্যও ভিন্ন ধরনের পন্থার প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী বলেন, "আমাদের অবশ্যই ধৈর্য, সংযম এবং শান্ত মনে প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে।"

দৃঢ় সংকল্পের বার্তা দিয়ে নিজের ভাষণ শেষ করার সময় প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে এবং যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলায় ভারতের নাগরিকদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান তিনি। এই যুদ্ধের বিরূপ প্রভাব দীর্ঘ সময় ধরে বজায় থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে সতর্ক করার পাশাপাশি, তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে এক সুদৃঢ় আশ্বাসও প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "সরকার সর্বদা সতর্ক ও সজাগ রয়েছে, সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তার কৌশল প্রণয়ন ও প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। এই দেশের মানুষের কল্যাণই আমাদের অগ্রাধিকার; এটিই আমাদের পরিচয় এবং এটিই আমাদের শক্তি।"

# ট্রমা কেয়ারে শৌচালয়-সংকট, পরপর দুই মৃত্যুতে প্রশ্নে আরজি করের পরিষেবা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আরজি কর হাসপাতাল—গত কয়েক বছরে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার চরম অব্যবস্থাপনার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে এই নাম। ‘অভয়া’ কাণ্ডের ক্ষতে প্রলেপ পড়ার আগেই এখন নতুন আতঙ্কের নাম ট্রমা কেয়ার সেন্টার। পরপর দু’টি অস্বাভাবিক মৃত্যু হাসপাতালের বিপর্যস্ত পরিকাঠামোকেই ফের সামনে নিয়ে এল। সোমবারের মর্মান্তিক মৃত্যুর নেপথ্যেও সেই একই অভিযোগ—ন্যূনতম শৌচালয় পরিষেবার অভাব। প্রশ্ন উঠছে, ট্রমা কেয়ারের মতো সংবেদনশীল বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগীকে কেন শৌচালয়ের খোঁজে হাসপাতালের বাইরে ছুটতে হবে?

**এক শৌচালয়ে ভরসা গোটা তলার**

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, ট্রমা কেয়ার ভবনে শৌচালয়ের সমস্যা নতুন নয়। রোগী থেকে শুরু করে চিকিৎসক—প্রত্যেকেই এই সমস্যা প্রতিনিয়ত ফেস করছেন। একতলায় পুরুষ, মহিলা, ডাক্তার, কর্মী—সকলের জন্য রয়েছে মাত্র একটি শৌচালয়। এমনকি চিকিৎসকদেরও সেই শৌচালয়ের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়। জরুরি বিভাগের রোগীকে বাইরের শৌচালয়ে পাঠানোর অভিযোগ নতুন কিছু নয়। এই হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে এই অব্যবস্থা। অন্তত হাসপাতালে ভর্তি থাকা বাকি রোগীর পরিজনদেরও এমনই দাবি।

**দু’দিনে দুই মৃত্যু, একই সূত্র?**

গত শুক্রবার ভোরে তিন বছরের সন্তানকে নিয়ে লিফটে উঠেছিলেন দমদমের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, লিফট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে দরজায় আটকে ঘষটে মৃত্যু হয় তাঁর। তার দু’দিন পর, রবিবার রাতে শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হন প্রৌঢ় বিশ্বজিৎ সামন্ত। পরিবারের অভিযোগ, কাছাকাছি শৌচালয় না থাকায় তাঁকে বাইরে যেতে বলা হয়। স্ট্রেচার বা বেডপ্যান না পেয়ে শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেই হাঁটতে বাধ্য হন তিনি। আজ দোতলায় ওঠার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন, পরে মৃত্যু হয়।

**কেন এই অব্যবস্থা?**

চিকিৎসকদের একাংশের দাবি, সমস্যার সূত্র ২০২৪ সালের অগস্টের অভয়া কাণ্ডের ভাঙচুরের ঘটনার পর থেকেই। সেই সময় জরুরি বিভাগে ভাঙচুরের পর থেকে ট্রমা কেয়ার ভবনেই এমার্জেন্সির কাজ চলছে। ফলে এই ভবনের উপর চাপ বেড়েছে বহুগুণ। হাসপাতালের এমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসার ডা. তাপস প্রামাণিক বলেন, “নীচের তলায় ডাক্তার, নার্স, নিরাপত্তারক্ষী—সবার জন্য একটাই শৌচালয়। নতুন করে তৈরির জায়গা নেই। এমার্জেন্সি বিভাগে ভাঙচুরের পর থেকেই চাপ আরও বেড়েছে ট্রমা কেয়ারে। এমনকি এই সমস্যার কথা বহুবার বলাও হয়েছে, কিন্তু কোনও সুব্যবস্থা হয়নি।” রোগীর প্রয়োজনে তাহলে কী করা হয়? ডা. প্রামাণিকের কথায়, প্রয়োজন হলে ‘ইউরিন পট’ ব্যবহার করতে বলা হয়, কখনও বাইরে থেকে ব্যবস্থা করতে হয়। এতে অনেক রোগীই বিস্তর অসুবিধায় পড়েন। এমনকি তিনি ৭ তলা ট্রমা কেয়ার বিল্ডিং-এর উপরের তলায় টয়লেট থাকা নিয়ে বলেন, "এই বিল্ডিং তৈরিতেই ভুল আছে। হাসপাতালের এত জরুরি বিভাগে নিচের তলায় মাত্র একটা ছোট শৌচালয়। এই বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে পিডব্লিউডি (P W D) এমন সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিল সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।"

(৩ পাতার পর)

# ভোটের আগে এআই দিয়ে ভুয়ো প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি! অভিযোগ জানিয়ে কমিশনে চিঠি তৃণমূলের

করতে বিজেপি এই ‘ডিপফেক’ প্রযুক্তির আশ্রয় নিচ্ছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। তাদের দাবি, ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট লঙ্ঘন করে মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে, যা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বড় অন্তরায়।

নির্বাচন কমিশনের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস চারটি প্রধান দাবি পেশ করেছে। প্রথমত, বিজেপির এই প্রচার কৌশলের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করা হোক। দ্বিতীয়ত, আদর্শ আচরণবিধি ও আইটি আইনের আওতায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তৃতীয়ত, সোশ্যাল মিডিয়া ও অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই ধরনের এআই-চালিত বিজ্ঞাপন অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হোক। এবং চতুর্থত, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ রাখতে প্রযুক্তির এই অপব্যবহার রুখতে কমিশনকে বিশেষ নজরদারি চালাতে হবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, নির্বাচনের লড়াই তত বেশি ডিজিটাল যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে। এর আগে বিভিন্ন রাজ্যে এআই-এর ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক হলেও, পশ্চিমবঙ্গে চার পাতার বিস্তারিত চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চাওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখন দেখার, তৃণমূলের এই নালিশের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন ডিজিটাল প্রচারের ক্ষেত্রে কোনও নতুন নির্দেশিকা বা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না।

# সিনেমার খবর

## ট্রল নিয়ে বিরক্ত শ্রাবন্তী, বললেন ‘একটা সীমা থাকা উচিত’

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ট্রল, অশালীন মন্তব্য নতুন কিছু নয়। এর সঙ্গে ইদানীংকালে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে কুরুচিকর ভিডিও নির্মাণ। বিষয়গুলো নিয়ে মোটেও স্বস্তিতে নেই নায়িকা। আর তাই তো এবার সরাসরি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও কঠোর আইন প্রণয়নের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে শ্রাবন্তী জানান, বাকস্বাধীনতা মানেই যা খুশি বলা নয়। মানুষের ভেতরের হতাশা এভাবে প্রকাশ করা কাম্য নয়। তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রলিংয়ের একটা সীমা থাকা উচিত। আমি অনেক উপেক্ষা করেছি, কিন্তু এখন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্টজন, কাউকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি নারীরাই অন্য নারীকে অসম্মান করছেন।

এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার করে তারকাদের নিয়ে তৈরি কুরুচিপূর্ণ ভিডিও প্রসঙ্গে অভিনেত্রী জানান, এসব কারণেই তিনি বাধ্য হয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন।

অভিনেত্রী মনে করেন, সামাজিক মাধ্যমে যারা নাম-পরিচয় লুকিয়ে বা প্রকাশ্যেই গালিগালাজ ও অশালীন মন্তব্য করেন, তাদের সতর্ক করতে কঠোর আইন প্রয়োজন। তার কথায়, শুধু নারী নয়, পুরুষরাও এখানে অপমানিত হচ্ছেন। তবে নারীদের বেশি লক্ষ্যবস্তু করা দীর্ঘদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই অসভ্যতা বন্ধ হওয়া জরুরি।

অনলাইনে এত নেতিবাচকতা সত্ত্বেও সামাজিক মাধ্যম ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নন শ্রাবন্তী। তার মতে, সেখানে তাকে ভালোবাসার মানুষের সংখ্যাও অনেক। এ ছাড়া বর্তমান ডিজিটাল যুগে পেশাগত কারণেই সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, অয়ন চক্রবর্তীর পরিচালনায় হইচই-এর নতুন ওয়েব সিরিজ ‘ঠাকুমার ঝুলি’-তে প্রথমবারের মতো কোনো বৃদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করছেন শ্রাবন্তী। এই বিশেষ চরিত্রের প্রয়োজনে অভিনেত্রীকে প্রায় ১০ কেজি ওজন বাড়াতে হয়েছে এবং এর লুক তৈরির জন্য উন্নত প্রস্থেটিক মেকআপ ব্যবহার করা হয়েছে। রূপকথার এই জনপ্রিয় গল্পগুলো নিয়ে নির্মিত সিরিজটি শিগগিরই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

## বলিউডে আয়ের দিক থেকে স্ত্রী আলিয়ার পেছনে রণবীর

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

২০১২ সালে পরিচালক করণ জোহরের হাত ধরে বলিপাড়ায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। ‘স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার’ সিনেমায় অভিনয় করে ক্যারিয়ার শুরু করেন তিনি। তারপর ‘হাইওয়ে’, ‘রাজি’, ‘গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি’র মতো সিনেমার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বলিউডের পয়লা নম্বর অভিনেত্রী হয়ে উঠেন আলিয়া ভাট।

অন্যদিকে তার স্বামী রণবীর কাপুর আত্মপ্রকাশ করেন ২০০৭ সালে। আলিয়ার আগে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ শুরু করেছেন রণবীর কাপুর। তবে আর্থিক সাফল্যের দিক থেকে আলিয়া ছাপিয়ে গেলেন স্বামীকে।

এর আগে ২০১৮ সালে নিজের উপার্জিত টাকায় প্রথম বাড়ি কেনেন আলিয়া ভাট। লন্ডনের বিলাসবহুল এলাকা কোভেন্ট গার্ডেনে বাড়ি কেনেন তিনি। লন্ডনের এ বাড়িটির মূল্য ২৫ কোটি টাকা। আসলে মুম্বাইয়ে থাকলেও অভিনেত্রী ব্রিটিশ নাগরিক। এরপর মুম্বাইয়ের জুহু এলাকায় একটি বাড়ি কেনেন আলিয়া ভাট। বিয়ের আগে বোনের সঙ্গে সেখানেই থাকতেন তিনি। মুম্বাইয়ের বান্দ্রা এলাকায় পালি হিল কমপ্লেক্সের পাঁচ তলায় একটি ফ্ল্যাট কেনেন অভিনেত্রী। একই বিল্ডিংয়ের সাততলায় ফ্ল্যাট কেনেন রণবীর কাপুর। সেখানেই একত্রবাস শুরু করেন তারা।

সেই বাড়িতেই বিয়ে হয় তাদের। ওই বাড়ির মূল্য প্রায় ৪০ কোটি রুপি। অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত আলিয়া ভাট। ২০২০ সালে একটি পোশাক সংস্থা খোলেন তিনি। আলিয়ার পোশাক সংস্থার বাজারমূল্য ১৫০ কোটি রুপি। এ ছাড়া তার একটি প্রযোজনা সংস্থা রয়েছে। এদিকে সিনেমাপ্রতি আলিয়া পারিশ্রমিক নেন প্রায় ১৫ কোটি রুপি। প্রযোজনা সংস্থার নামে মুম্বইয়ের বান্দ্রায় একটি অ্যাপার্টমেন্টও কিনেছেন আলিয়া। যার মূল্য প্রায় ৩৮ কোটি।

এ ছাড়া দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরের একাধিক নামি ব্র্যান্ডের প্রচার দূত অভিনেত্রী। প্রতিটি বিজ্ঞাপনে তার পারিশ্রমিক প্রায় ১০ কোটি রুপি। ২০২৫ সালের অর্থবর্ষের হিসাবে তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৫০ কোটি রুপি। যদিও রণবীর বেছে বেছে সিনেমা করেন।

খুব একটা যে ব্র্যান্ডের প্রচার মুখ আলিয়া ভাট, ঠিক তেমনটিও নয়। অভিনেত্রী বহু ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। সেদিক থেকে রণবীর কাপুর ভিন্ন। তিনি সিনেমা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। তিনি এ মুহূর্তে বলিউডের অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেতা। তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৪৫ কোটি রুপি। স্ত্রী আলিয়ার থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে আছেন রণবীর কাপুর।

## নয়নতারার পর সালমানের নায়িকা হয়ে আসছেন সামান্থা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বলিউড অভিনেতা সালমান খান বর্তমানে একাধিক বড় প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত। ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ সিনেমার পাশাপাশি আরও কয়েকটি সিনেমার চিত্রনাট্য তার হাতে রয়েছে।

অন্যদিকে দক্ষিণের দুই তারকা সুন্দরীর সঙ্গে নতুন জুটি—সব মিলিয়ে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে এখন বলিউড ভাইজান। ভক্তরা যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’-এর জন্য, ঠিক তখনই সামনে এলো আরেক চমক, দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নয়নতারা ও সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে আলাদা দুটি সিনেমায় পর্দা ভাগ করতে যাচ্ছেন এই বলিউড সুপারস্টার।

জানা যায়, সালমানের অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ আগামী ১৪ আগস্ট মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন অপূর্ব লাখিয়া এবং এতে প্রধান নারী চরিত্রে দেখা যাবে চিত্রাঙ্গদা সিংকে।

এই সিনেমার কাজ শেষ হলেই নতুন আরেকটি বড় প্রকল্পে হাত দেবেন সালমান। তেলেগু পরিচালক বংশী পাইদিপল্লি পরিচালিত এবং প্রযোজক দিল রাজুর প্রযোজনায় নির্মিতব্য ওই সিনেমায় মূল নায়িকা হিসেবে থাকছেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নয়নতারা। জানা যায়, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়েই এ প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এতেই শেষ নয়। ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে এসে নতুন এক চ্যালেঞ্জ নিতে চলেছেন সালমান। জনপ্রিয় নির্মাতা জুটি রাজ নিদিমরু ও কৃষ্ণা ডিকের সঙ্গে একটি সুপারহিরো ঘরানার সিনেমায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। অ্যাকশন ও বিনোদনে ভরপুর এই সিনেমাটি প্রযোজনা করবে মিথ্রি মুভি মেকার্স। সেখানে সালমানের বিপরীতে দেখা যাবে দক্ষিণী তারকা সামান্থাকে।

সামান্থাকে নিয়ে তৈরি হতে যাওয়া সুপারহিরো সিনেমাটির নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। রিল লাইফ এন্টারটেইনমেন্টের সহযোগিতায় নির্মিত এই সিনেমার শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে চলতি বছরের নভেম্বরে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ ভারতের শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রীদের সঙ্গে সালমান খানের কাজ করার ঘটনা খুব বেশি নেই। এর আগে শাহরুখ খান ও নয়নতারার জুটি বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলেছিল। এবার নয়নতারা ও সামান্থার সঙ্গে সালমানের নতুন জুটি দর্শকদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে,তা নিয়েই এখন বলিউড ও দক্ষিণী চলচ্চিত্র অঙ্গনে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

# আইপিএলে দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক চুকালেও ধারাভাষ্যে থাকছেন পিটারসেন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) গত আসরে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর ছিলেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ব্যাটার কেভিন পিটারসেন। কিছুদিন আগে আসন্ন মৌসুমের জন্যও মেন্টর হিসেবে তার নাম ঘোষণা করে দিল্লি। তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে এবারের আসরে মেন্টরের দায়িত্ব পালন করবেন না এই ইংলিশ তারকা।

যদিও আইপিএলে ধারাভাষ্যকার হিসেবে থাকবেন পিটারসেন। ২০১৬ সালে খেলোয়াড় হিসেবে শেষবার আইপিএলে খেলেছিলেন পিটারসেন। এরপর বিভিন্ন মৌসুমে ধারাভাষ্য দিতে দেখা গেছে তাকে। তবে গত বছরই প্রথম কোচিং স্টাফে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। এক মৌসুম পরেই নিজের দায়িত্ব ছাড়লেন পিটারসেন।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে পিটারসেন লিখেছেন, আমি এই আইপিএল মৌসুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর হতে পারছি না। এই কাজের জন্য যে সময় প্রয়োজন, তা আমি দিতে পারছি না। এই মৌসুমের জন্য সব খেলোয়াড়কে শুভকামনা। তবে আমাকে আবারও ধারাভাষ্য বক্সে দেখতে পাবেন। আইপিএল বিশ্বের সেরা লিগ এবং শিগগিরই আপনাদের সবার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার অপেক্ষায় আছি।'

পিটারসেন মেন্টর থাকাকালে ২০২৫ মৌসুমে মোটামুটি ভালোই খেলেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। পয়েন্ট টেবিলে তারা পঞ্চম স্থানে শেষ করে এবং অল্পের জন্য প্লে অফে উঠতে পারেনি।

আইপিএলে মোট ৩৬টি ম্যাচ খেলেছেন পিটারসেন। দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়ার হয়ে খেলে তিনি ১ হাজার ১ রান করেছেন।

এর আগে বুধবার বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া আইপিএল ২০২৬ এর প্রথম পর্বের সূচি ঘোষণা করে। ২৮ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত এই পর্বের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে। ওই সময় তিনটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর পুরো সূচি প্রকাশ করা হবে।

আইপিএলের এবারের আসর শুরু হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী ম্যাচটি। প্রথম পর্বে মোট ২০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১০টি ভেন্যুতে। ভেন্যুগুলো হলো বেঙ্গালুরু, মুম্বাই, গুয়াহাটি, নিউ চন্ডীগড়, লক্ষ্মৌ, কলকাতা, চেন্নাই, দিল্লি, আহমেদাবাদ ও হায়দরাবাদ।

## বিশ্বকাপের প্লে-অফ খেলতে মেক্সিকো যাচ্ছে ইরাক

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ২০২৬ বিশ্বকাপের প্লে-অফ ম্যাচ খেলতে মেক্সিকো যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরাকের জাতীয় ফুটবল দল। ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি উঠলেও শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী খেলতে সম্মত হয়েছে দেশটির ফুটবল সংস্থা।

ইরাক ফুটবল সংস্থার সভাপতি আদনান দিরজাল এক বিবৃতিতে জানান, সপ্তাহের শেষ দিকে বিশেষ বিমানে করে মেক্সিকোর উদ্দেশে রওনা দেবে জাতীয় দল। তিনি বলেন, চলমান সংঘাতের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথে যাতায়াতে জটিলতা তৈরি হয়েছে। তাই সফর নির্বিঘ্ন করতে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করা হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, বিদেশি ক্লাবে খেলা ইরাকি ফুটবলারদের দ্রুত দলে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেও সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ চলছে।

আগামী ৩১ মার্চ মেক্সিকোর মনতেরে শহরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে প্লে-অফ ম্যাচটি। আন্তঃমহাদেশীয় এই বাছাইপর্বে জয়ী দল পাবে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ। অন্য সেমিফাইনালে বলিভিয়া ও সুরিনাম মুখোমুখি হবে, তাদের মধ্যকার বিজয়ীর বিপক্ষে খেলবে ইরাক।

এদিকে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর শুরু হওয়া যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে আঞ্চলিক ফুটবলেও। নিরাপত্তা ও ভ্রমণ জটিলতার কারণে ইরাকের অংশগ্রহণ নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। দলের প্রধান কোচ গ্রাহাম আর্নল্ড আগে ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, সংঘাতের কারণে দলের কয়েকজন ফুটবলার ও কোচিং স্টাফ এখনো মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আটকে আছেন।

একই পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়েও আলোচনা চলছে। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা জানিয়েছে, নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সব দলকেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

## টি-টোয়েন্টিতে সেরা ওপেনার বেছে নিলেন কোহলি

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ব্যাট হাতে শাসন করেছেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শিরোপা উপহার দেওয়ার পর অবসর নেন এই 'চেজ মাস্টার'।

এরপর আচমকা টেস্ট ক্রিকেট থেকেও অবসর নেন বিরাট। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কিংবা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএলে ওপেনিং করেছেন বিরাট কোহলি। সেখানেই বেশ কয়েক জনের সঙ্গে খেলেছেন কোহলি। তার পছন্দের ওপেনিং জুটি কে? নাম জানিয়ে দিলেন কোহলি।

কয়েক দিন পরেই আইপিএলের ১৯ তম আসরে আরসিবির হয়ে ওপেন করতে দেখা যাবে কোহলিকে। তার আগে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে নিজের পছন্দ জানান এই তারকা ব্যাটার। কোহলির সঙ্গে খেলেছেন এমন ক্রিকেটারের নাম জানান তিনি।

কোহলির মতে, নিজ দেশের ক্রিকেটার হিসেবে শচীন টেন্ডুলকার, ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, ট্র্যাভিস হেড, ফাফ ডু প্লেসিস, শেন ওয়াটসন, এমনকি ট্র্যাভিস হেডের তুলনায় সেহওয়াগ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আরও ভালো ব্যাটসম্যান হতে পারতেন।

তবে বিশ্বব্যাপী সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে সেরা ওপেনার হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মারকুটে ব্যাটসম্যান ক্রিস গেইলকে বেছে নিয়েছেন তিনি। ২০১৬ সালের আইপিএলে গেইলের সঙ্গে ওপেনিং করেছিল কোহলি। গেল এখন আইপিএল না খেললেও কোহলির সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে। গত বছর বেঙ্গালুরু আইপিএল জেতার পর গেলের সঙ্গে উল্লাসও করেছিলেন কোহলি। তাই পছন্দের জুটি হিসাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক তারকাকেই বেছে নিলেন তিনি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR